আ ড্ডা বা জি

এভারেস্ট জয়ের আগে ও পরে নিশাত আড্ডার কমন মুখ, পাশেই আরেক টেবিল দখল করলাম সাম্প্রতিক পাঠচক্রগুলোর বন্ধুরা। রাহিন ফিরেছে খাগড়াছড়ি ট্যুর থেকে আর নয়ন সোহাগ ফিরেছে হবিগঞ্জ থেকে। সে গল্প দিয়েই শুরু, শেষ কোথায় তা নিয়ে ভাবনা নেই, এমনি হয়

যুক্তি তর্ক আর গল্পের কেন্দ্র

● হুমায়ূন আজম রেওয়াজ

তারুণ্যের আড্ডা মানেই সৃজনশীলতা আর মননশীলতার উদ্বোধন। মননের বিকাশ আর সুকুমারবৃত্তির চর্চার নেপথ্যের গল্পগুলো বরাবরই আড্ডাকেন্দ্রিক। আড্ডা মানেই কি শুধু রকে বসে চায়ের কাপে ঝড় তোলা? না, বরং আড্ডাকে ঘিরেই মহৎ কোনো স্বপ্ন মহীরুহ হয়ে ওঠে আর ক্রমশ বিকশিত হতে থাকে। তেমনি এক আড্ডাকেন্দ্র বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র। একথা সুবিদিত যে, শাহবাগ তথা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ঘিরে তারুণ্যের বহুমুখী উদ্দীপনার নানা রকম চর্চাকেন্দ্রগুলো অবস্থিত। টিএসসি, ছবির হাট, পলাশী, শাহবাগ, আজিজ সুপার মার্কেট, সংস্কৃতি বিকাশ কেন্দ্র প্রভৃতির দীর্ঘ তালিকায় একটু বিপরীত ও বহুমাত্রিক নাম 'বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র', হুম এবারের আড্ডার গল্পের কেন্দ্রবিন্দু এই বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের প্রধান ভবন।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের প্রাতিষ্ঠানিক পরিচয়টা কি বলা দরকার? মনে হয় না, ৩৫ বছরের পথ পরিক্রমায় বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র তরুণ ও কিশোরদের মাঝে যে এক অদৃশ্য বন্ধন গড়ে তুলেছে তার প্রাণপুরুষ এক চিরসবুজ মানুষ, প্রফেসর আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। কেন্দ্রের আয়োজন এখন দেশব্যাপী বিকেন্দ্রীভূত কিন্তু পক্ককেশ যুবাটি এখনো আড্ডার ডালি সাজিয়ে রেখেছেন বাংলামোটর মোড়ের বহুতল ভবনের।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের আড্ডা একটু বুদ্ধিবৃত্তিক, একটু সাংস্কৃতিক আবার আনুষ্ঠানিকও বটে। রুটিনমাফিক চলে সবকিছু। নিয়ম করে সপ্তাহান্তে কেন্দ্রের ক্লাসরুমগুলো ভরে ওঠে পরিচিত-অপরিচিত নানান মুখের ভিড়ে, কোনো ক্লাসে চলচ্চিত্র, কোথাও আবৃত্তি, রাজনীতি কিংবা অর্থনীতি বিষয়ক বক্তৃতা কিংবা সাহিত্য বিষয়ক পাঠচক্র চলতে থাকে সমানতালে। তার মানে কি স্কুল-কলেজের ক্লাসের মতো ব্যাপারটা? উহু তা নয়। ক্লাসগুলোই যে আড্ডার মেজাজে পরিচালিত হয়। হুম, তবুও ক্লাস-ক্লাস একটা অস্বস্তি বুঝি থেকেই যায়। তাহলে চলুন দশতলা ভবনের ছাদে। এখানে ক্লাস নেই গাছ আছে, আর মুসা বাহিনীর চা-সিঙ্গাড়া।

রোজ শুক্র-শনিবার কেন্দ্রের 'আলোর ইশকুল'-এর (বিভিন্ন পাঠচক্রের সমন্বিত প্রোগ্রাম) বিভিন্ন কোর্সের ক্লাসের ৩০০-৩৫০ জন নিয়মিত সভ্য ছাদ মুখরিত করে রাখেন। আর সপ্তাহের অন্যান্য দিন এই তুমুল ভিড়টা থাকে না কিন্তু কফি হাউজের সেই আড্ডার মতো টেবিল খালি থাকে না। সপ্তাহান্তের আড্ডার গল্পই বলব বলে ভেবে রেখেছিলাম কিন্তু গোল বাঁধাল পূর্ণিমা আর বিশ্বকাপ ফুটবলের উদ্বোধনী ম্যাচ, হুম, গোলই বাঁধল আবার সমাধানও মিলল। প্রতিমাসের পূর্ণিমার রাতে কেন্দ্রের ছাদে 'পূর্ণিমা উৎসব' নামে গানের আসর হয়। খোলা আকাশের নিচে বসে জ্যোৎস্না গায়ে মেখে গানের ভুবনে ডুবে যাওয়ার আয়োজনটা নিয়মিতভাবেই হয়। সুরের মূর্ছনা ছড়াতে আসেন নবীন-প্রবীণ শিল্পীরা এবং ১২ জুন ছিল পূর্ণিমা। কেন্দ্রের আড্ডাবাজরা আবদার জানাল বড় পর্দার উদ্বোধনী ম্যাচ দেখার। উৎসাহী ব্রাজিল সমর্থকদের সমর্থনে তা আরো সুদৃঢ় হলো। দ্রুত আয়োজন সারা হলো, সন্ধ্যায় পূর্ণিমা উৎসব আর মাঝ রাত্রিরে খেলা দেখা। মধ্যিখানে রাতের খাবারের আয়োজন। বড় পর্দা, প্রজেক্টর প্রস্তুত, মুসা বাহিনী খিচুড়ির আয়োজনে ব্যস্ত। ফল মধ্যখানে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ছাদ যেন এক টুকরো স্টেডিয়াম। যা-ই হোক, ভালোয় ভালোয় ব্রাজিলকে জিতিয়ে রাতের আড্ডা সমাপ্ত হলো।

শুক্রবার সকাল শুরু হলো যথানিয়মেই। নাই ছুটির দিন ভেবে আয়েশ করার উপায় নেই। কেন্দ্রীয় আড্ডাবাজদের জন্য ছুটির দিনটাই যে পরম আকাঙ্ক্ষিত। নয়টা বাজলেই শুরু হবে চলচ্চিত্র চক্র। ঝটপট সকালের নাশতার খোঁজে ছুটলাম। ত্বরিত সফর চানখারপুলে। সকালে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি আর মিতালী হোটেলের খিচুড়ি মন্দ লাগেনি। নয়টা বাজার আগেই কেন্দ্রে সভ্যদের পদচারণা বাড়তে লাগল। দিনের কর্মসূচির নোটিশ লাগল ইনফরমেশন ডেস্ক আর ইলেক্ট্রনিক বোর্ডে যথারীতি ব্যস্ত শিডিউল, নয়টায় চলচ্চিত্র, দশটায় 'বাংলার রেনেসাঁস' বিষয়ক পাঠচক্র, সাড়ে ১১টায় নির্ধারিত বিষয়ে বক্তৃতা। ঘুম আর বিশ্বকাপ ভাবনা ঠেলে ঢুকে পড়লাম দোতলায় ফিল্ম অডিটোরিয়ামে। আজকের ছবি লুক গোদারের 'আলফাভিল'। চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর শেষে যথারীতি আলোচনা পর্ব। চলচ্চিত্র চক্রের সমন্বয়ক প্রিন্স ভাই মহাউৎসাহে সে

আলোচনার সঞ্চালকের ভূমিকায় আসীন। এদিকে পঞ্চম তলায় চলছে 'বাংলার রেনেসাঁস' বইয়ের আলোচনা। এ আসরের মধ্যমণি আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ স্যার নিজেই। পাঠচক্রের নিয়ম অনুযায়ী প্রতি সপ্তাহে সভ্যদেরকে একটি নির্দিষ্ট বই দেয়া হয়। পরবর্তী সপ্তাহে থাকে ওই বইয়ের আলোকে আলোচনা। সে নিয়মে সেদিনের আলোচ্য গ্রন্থ ছিল অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'বাংলার রেনেসাঁস'। আলোচনাটা এখানে বহুপাক্ষিক, অনেকটা আড্ডার মেজাজে সভ্যরা নিজেদের অভিব্যক্তি প্রকাশ করছিলেন। সেই ডিরোজিওর ইয়ং বেঙ্গল কিংবা ইতালির দা ভিঞ্চি, রাফায়েল আলোচনায় উঠে এলো অন্য ভঙ্গিমায়। সবাই হৃদয়ের চোখ আর চিন্তার বুননে তর্কটাকে অন্য উচ্চতায় তুলে দিতে প্রস্তুত। বাংলার রেনেসাঁসের আলোচনা যখন শেষ, তখন মধ্যাহ্ন এবং যথারীতি মধ্যাহ্নভোজের বিরতি। শুক্রবারের এ আয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতেই কেন্দ্রের পুরনো ভবনের ছাদে চলে ভোজের আয়োজন। কেন্দ্রের দীর্ঘদিনের মালি এবং সুপাচক শ্রী বাবু এ ভোজসভার পরিচালক। খাবারের মেন্যু আহামরি কিছু নয়। কিন্তু বন্ধুদের কোলাহল আর উদ্দীপনায় প্রতি শুক্রবার দুপুরের মতো সেদিনের ভোজসভাও হয়ে উঠল আরেকটি মজার মুহূর্ত। এক বাটি ডাল, ভর্তা কিংবা সবজি আর এক টুকরো মুরগির মাংস কিংবা মাছ দিয়ে মহাউৎসাহে ভূরিভোজ(!) সেরে সবাই বেশ পরিতৃপ্ত, দু-একটি ছোট গ্রুপ এ পরিতৃপ্তিকে পূর্ণতাদানের লক্ষ্যে বন্ধুর পকেট খাসিয়ে কোল্ড ড্রিংকস জোগাড়ের মহাপরিকল্পনায় ব্যস্ত। এ যাত্রায় কেউ কেউ সফলও বটে।

দুপুর পেরিয়ে ঘড়ির কাঁটা ৩টা ছুঁই ছুঁই। আবার নতুন সভ্যদের ভিড় দেখা গেল দ্বিতীয় তলায়। এই কোর্সটি একটু অভিনব, গাছ ফুল পরিচয়। স্থপতি মুশতাক কাদরী এ কোর্সের মধ্যমণি, হই হুল্লোড় করে বেরিয়ে পড়ল সবাই। ও বলাই হয়নি, এ ক্লাসটি আউটিং ভিত্তিক, রমনা উদ্যান, বলধা গার্ডেন বা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃক্ষবহুল অঞ্চলে ঘুরে-ফিরে সভ্যগণ নতুন নতুন গাছ-ফুলের সঙ্গে পরিচিত হলো। আমাদের চেনা-জানা গাছ-ফুলের জন্ম পরিচয় ও মজার বৃত্তান্ত সবাইকে অন্যরকম আনন্দ দেয়। আলোর ইশকুলের এই কোর্সটি তাই একেবারেই অভিনব, প্রতিটি আউটিং যেন মিনি পিকনিক।

এর ফাঁকে মূল অডিটোরিয়ামে হয়ে গেল সপ্তাহের নির্বাচিত বক্তৃতা। বাঙালির ইতিহাস শীর্ষক বক্তৃতামালার সেদিনের বক্তা ছিলেন রফিক কায়সার আর আলোচ্য বিষয় ছিল 'স্বদেশি আন্দোলন'। কোনো উপলক্ষ নেই, তবু ইতিহাসনির্ভর ক্লাসে এতগুলো উৎসুক শ্রোতার উপস্থিতি বেশ আনন্দদায়ক, ইতিহাস পাঠ ও পূর্ণপাঠ যখন আড্ডার বিষয়, তখন তা ভিন্নরকম আবহ তৈরি করবে সন্দেহ নেই। এর পুনরাবৃত্তি ঘটে রোজ শুক্রবার।

যা-ই হোক বক্তৃতার ক্লাসে যাওয়া হলো না। আলোর ইশকুলের অফিস কক্ষে কাউকে পাওয়া গেল না। অগত্যা নির্ভেজাল আড্ডার উদ্দেশ্য ছাদে গমন। সন্ধ্যা নামছে আর ছাদে ভিড় বাড়ছে। একেকটি টেবিলে এক এক গ্রুপের আলোচনা চলছে। বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচ, সকালের সিনেমা কিংবা বিকালের আউটিং ঘিরেই যত আলোচনা।

কিন্তু নির্দিষ্ট টেবিল নির্দিষ্ট গ্রুপের দখলে কাকে রোজ, যেমন পাঠকচক্রের ২০০৪ সালের ব্যাচের বন্ধুরা নিজেদের মতো সাপ্তাহিক সভাটা সেরে ফেলেন এর মাঝেই। সভ্যদের মধ্যে প্রায় সবাই নানান পেশায় নিয়োজিত, দু-একজন ব্যতিক্রম তো আছেনই। যেমন- নিশাত ইসলাম, হুম ঠিক ধরেছেন এভারেস্ট জয়ী নিশাত ইসলাম। এভারেস্ট জয়ের আগে ও পরে নিশাত আড্ডার কমন মুখ, পাশেই আরেক টেবিল দখল করলাম সাম্প্রতিক পাঠচক্রগুলোর বন্ধুরা। রাহিন ফিরেছে খাগড়াছড়ি ট্যুর থেকে আর নয়ন সোহাগ ফিরেছে হবিগঞ্জ থেকে। সে গল্প দিয়েই শুরু, শেষ কোথায় তা নিয়ে ভাবনা নেই, এমনি হয়। সিরিয়াস কিংবা মজার অজস্র বিষয়ে রোজ যুক্তিতর্কের ঝড় ওঠে হুম, সঙ্গে মুসার চা-সিঙ্গাড়া কিংবা নুডলসের ধোঁয়াও ওঠে। সামনের শীতে কোথায় যাওয়া যায় তার পরিকল্পনা, ইন্ডিয়া কিংবা নেপাল ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বিনিময়, চলন্ত উইকিপিডিয়া প্রিন্স ভাইয়ের ক্লাসময় সঙ্গ, অল কোয়ায়েট অন দ্য ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট অনুবাদক সৌম্যকান্তি জাহিদ ভাইয়ের আলাপ কিংবা মহামতি মাহমুদ হাশিমের সাম্প্রতিক আবৃত্তি চর্চা এমন অজস্র ইস্যুর বুদবুদ উড়ছে প্রায় প্রতি টেবিলে। সায়ীদ স্যার নিজেই কখনো স্বয়ং হাজির কারো জন্মদিনের আসরে কিংবা গানের জলসায়।

কেন্দ্রের ছাদের আড্ডার ইতিহাস দীর্ঘদিনের। সেই নব্বইয়ের দশক থেকে এই কেন্দ্রের ছাদে তরুণ কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীরা ভিড় জমাত। নতুন ভবন হওয়ার কারণে মধ্যিখানে সে জোয়ারে ভাটা পড়েছিল। এখন আবার সরব হয়ে উঠেছে কেন্দ্রের নতুন ভবনের ছাদ। কেন্দ্রের বিভিন্ন কর্মসূচির সদস্য, সংগঠক, পরীক্ষক আর স্বেচ্ছাসেবীরা তো আছেই নিজের আঙিনায়। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আলোর ইশকুলের সভ্যরা। নানান পেশায়, নানান বয়সী মানুষের কলতানে মুখর এ প্রাঙ্গণ, সঙ্গী হবেন? আলোর ইশকুলের সমন্বয়ক জানালেন, নতুন সভ্য সংগ্রহের সাক্ষাৎকার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। ডিসেম্বরে আবারো নেয়া হবে নতুন সদস্য। নয়টা বাজতেই মুসা বাহিনীর জলযোগ সরবারাহ বন্ধ। তাতে কি আড্ডা থেমে থাকে? চেয়ার তুলে দেয়ালে বসেই রাজা-উজির মারে সবাই। এ আড্ডা প্রাণদায়ী, নাগরিক জীবনের ক্লান্তি কাটিয়ে সপ্তাহান্তে এই দু-একটি দিন বিপুল বেহিসাবি ভঙ্গিতে উড়িয়ে দেই। নতুন কোনো বই, কবিতা, গল্প কিংবা সিনেমা মাথায় করে ফিরে যাই নাগরিক মিছিলে, টেবিলগুলো খালি থাকে না। কফি হাউজের মানুষগুলো নতুন মুখ হয়ে ভিড় জমায়। কেন্দ্রের ছাদে জ্যোৎস্না স্নানের উদার আমন্ত্রণ বুঝে নিন। ■